পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

উঠান বৈঠক নির্দেশিকা

গাইডলাইনটি প্রণয়নে যারা ভূমিকা রেখেছেন

রিভিউ কমিটির সদস্যবৃন্দ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মোঃ আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি।
ডা. মোঃ সারোয়ার বারী, পরিচালক. মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; সাবেক পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর, এফপি-এফএসডি।
ডা. নুরুন নাহার বেগম, লাইন ডাইরেক্টর, সিসিএসডিপি ইউনিট।
ডা. মোঃ শামসুল করিম, পরিচালক, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর; সাবেক প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি।
মোঃ বশির উদ্দিন, সাবেক পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ময়মনসিংহ।
মোঃ নিয়াজুর রহমান, উপপরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি।
ডা. পীযূষ চন্দ্র সূত্রধর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি।
মোঃ লতিফ মোল্লা, উপপরিচালক, আইইএম ইউনিট।
মোঃ হুমায়ূন কবির, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পরিকল্পনা ইউনিট।
ডা. মোঃ ইলিয়াস, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁদপুর।
মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি।
হাসান আমীন সুমন, সহকারী পরিচালক (পার -২) প্রশাসন ইউনিট; সাবেক ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি।
ইন্দ্রানী দেবনাথ, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি।

প্রস্তুতকরণ

মাহবুব-উল-আলম, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর/ফ্যামিলি প্ল্যানিং স্পেশালিস্ট, সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল।
তানিয়া জাহান, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ও এসবিসিসি - ম্যানেজার, সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল।
জ্যানেট শাপলা চৌধুরী, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ও এসবিসিসি - অফিসার, সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল।

ডিজাইন

রিদওয়ানুল মসরুর, কমিউনিকেশন ম্যানেজার, সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল।

ছবি

রিদওয়ানুল মসরুর ও তানিয়া জাহান, সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল।

কারিগরি সহযোগিতায়

ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্প, পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ।

প্রথম সংস্করণঃ ২০২১

সূচিপত্র

১ পটভূমি

২ উঠান বৈঠক

- উদ্দেশ্য
- উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও আলোচ্য বিষয়

৩ উঠান বৈঠকে সেবা প্রদানকারীর ভূমিকা

৪ উঠান বৈঠক আয়োজন ও পরিচালনা

- পূর্ব-প্রস্তুতি
- উঠান বৈঠক কার্যকর করতে করণীয়
- উঠান বৈঠক নমুনা সেশন

৫ তথ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ (আইইসি) উপকরণ

৬ মাঠ-পর্যায়ে সেবা কেন্দ্রের তথ্য

৭ উঠান বৈঠক কার্যক্রম - রেজিস্টারে তথ্য লিপিবদ্ধ করার ছক

পটভূমি

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বার্তা প্রচারের জন্য বহুমুখী কৌশল ব্যবহার করে আসছে। এসবের মধ্যে উঠান বৈঠক একটি পরীক্ষিত কৌশল, যা ১৯৭৮ সালে শুরু হয়। সাধারণত পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ গ্রাম পর্যায়ে উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন, যেখানে তারা প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বার্তা প্রদান ক্রমশই কমে যাচ্ছে। যার অন্যতম কিছু কারণ হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে- সরকারি মাঠকর্মীদের অবসর গ্রহণ, কর্মরত মাঠকর্মীদের কাজের এলাকা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, কৌশলগত পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের অভাব এবং উঠান বৈঠক পরিচালনার জন্য সহায়ক একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ বা ওরিয়েন্টেশন না থাকা।

এই নির্দেশিকাটি ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্পের একটি যৌথ উদ্যোগ।

উঠান বৈঠক

উঠান বৈঠক হচ্ছে, গ্রামীণ জনসাধারণের একটি ছোট সমাবেশ বা মিলন মেলা, যেখানে আনুমানিক ১৫ থেকে ২০ জন নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী অথবা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী গ্রামের কোনো এক মনোনীত স্থানে একই উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। উঠান বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হলো, গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রচারের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসা।

সাধারণত, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (FPI) ও পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA) দ্বারা সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রতিমাসে দুটি করে উঠান বৈঠক আয়োজন করা হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্য

উঠান বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- পরিবার পরিকল্পনা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব ও নবজাতক, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা এবং পুরুষদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা। অংশগ্রহণকারীগণ উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করে, তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা, পরামর্শ এবং জরুরি প্রয়োজনে অবিলম্বে কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন, কখন যাবেন এবং সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন- তা জানার সুযোগ পান। সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ওপর উঠান বৈঠকে গুরুত্বারোপ করা হয়।

১. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২. ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান না নেওয়ার জন্য নব-দম্পতিদেরকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ও অনিরাপদ এম.আর. কিংবা গর্ভপাত সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩. দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সুবিধা সম্পর্কে নারী ও পুরুষ উভয়কেই অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৪. সেবাপ্রাপ্তির স্থান, সেবাসমূহ ও সেবা প্রদানকারী সম্পর্কে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৫. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা ও প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের সুবিধা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৬. গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৭. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা একেবারেই সম্ভব না হলে, দক্ষ সেবা প্রদানকারীকে (CSBA, Paramedics) দিয়ে প্রসব করাবার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৮. কিশোর-কিশোরীদের (১০-১৯ বছর) বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৯. নবজাতকের (০-২৮ দিন) অত্যাবশ্যকীয় সেবা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১০. অনূর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুস্বাস্থ্য ও সেবা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১১. মা, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি সেবা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১২. বাল্যবিবাহ ও কিশোরী মাতৃত্বের কুফল সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১৩. সন্তুষ্ট সেবাগ্রহীতাদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

১৪. শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী দম্পতিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পর্কে অবহিত ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১৫. সেবাগ্রহীতাকে ফলোআপ ও প্রয়োজনে সেবাকেন্দ্রে রেফার করা।

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও আলোচ্য বিষয়

অংশগ্রহণকারী	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী	আলোচ্য বিষয়
১০ থেকে ১৯ বছর	কিশোর	কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য - বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনে করণীয়, বাল্যবিয়ের কুফল ও নিরাপদ মাতৃত্ব।
১০ থেকে ১৯ বছর	কিশোরী	কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্য - বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনে করণীয়, বাল্যবিয়ের কুফল ও নিরাপদ মাতৃত্ব।
নারী ও পুরুষ	নব বিবাহিত	পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি যেমন ইমপ্ল্যান্ট), নিরাপদ মাতৃত্ব, বিলম্বিত গর্ভধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের গুরুত্ব, ছোট পরিবারের উপকারিতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার।
নারী	প্রথমবার গর্ভবতী	প্রসব-পূর্ববর্তী সেবা (ANC), মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য, প্রসব-পরবর্তী সেবা (PNC), প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের গুরুত্ব, প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (PPFP)।
পুরুষ	স্ত্রী কিংবা পরিবারের কোন সদস্য প্রথমবার গর্ভবতী	প্রসব-পূর্ববর্তী সেবা (ANC), মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য, প্রসব-পরবর্তী সেবা (PNC), প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের গুরুত্ব, প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (PPFP)।

অংশগ্রহণকারী	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী	আলোচ্য বিষয়
গর্ভবতী মা	এক সন্তানের মা	প্রসব-পূর্ববর্তী সেবা (ANC), মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য, প্রসব-পরবর্তী সেবা (PNC), প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের গুরুত্ব, প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (PPFP), গর্ভপাত-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির (PAC -FP) গুরুত্ব। পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা, পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিসমূহ-দীর্ঘমেয়াদি।
গর্ভবতী মা	দুইয়ের অধিক সন্তানের মা	প্রসব-পূর্ববর্তী সেবা (ANC), মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য, প্রসব-পরবর্তী সেবা (PNC), প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের গুরুত্ব, প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (PPFP), গর্ভপাত-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির (PAC -FP) গুরুত্ব। পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা, পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিসমূহ- দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পদ্ধতি।
পরিবারের সদস্যবৃন্দ	শাশুড়ি/শ্বশুর/ননদ/ দেবর/ভাসুর/জা ও অন্যান্য	প্রসব-পূর্ববর্তী সেবা (ANC), মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য, প্রসব-পরবর্তী সেবা (PNC), প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের গুরুত্ব, প্রসব-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (PPFP), গর্ভপাত-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির (PAC -FP) গুরুত্ব। পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা, পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিসমূহ- দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পদ্ধতি।
সমাজের বিভিন্ন স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী	স্থানীয় নেতা/নেত্রী/ গণ্যমান্য ব্যক্তি/ স্কুলশিক্ষক	পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সুবিধা, প্রসব-পূর্ববর্তী সেবা (ANC), মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য, বাল্যবিয়ের কুফল ও নিরাপদ মাতৃত্ব।

উঠান বৈঠকে সেবা প্রদানকারীর ভূমিকা

পূর্ব-প্রস্তুতি

সাধারণত, অগ্রিম কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (FPI) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে প্রতি মাসে দুটি করে উঠান বৈঠকের আয়োজন করে থাকেন। পর্যায়ক্রমে সকল ইউনিটে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পূর্ববর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (FWA) পরবর্তী মাসের অগ্রিম ভ্রমণসূচি প্রস্তুত করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করবেন। অগ্রিম ভ্রমণসূচি অনুযায়ী উঠান বৈঠকের পূর্বে স্থান ও সময় সম্পর্কে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে অবহিত করবেন। উঠান বৈঠকের স্থান ও সময় স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি উঠান বৈঠক আয়োজনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্থানে ব্যানার প্রদর্শন করবেন। পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (FPI) আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি জোগাড় করে রাখবেন।

উঠান বৈঠক কার্যকর করতে করণীয়

সবাইকে সঠিকভাবে সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানানো। সহজভাবে স্থানীয় ভাষায় তথ্য প্রদান করা ও এমনভাবে কথা বলা যেন সবাই তা শুনতে ও বুঝতে পারেন। প্রশ্ন করতে এবং অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। প্রতিটি সেশনের শেষে মূল বার্তা সার-সংক্ষেপ করে বুঝিয়ে দেওয়া।

অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক ভাষা বোঝার চেষ্টা করা এবং তাদের মতামতের মূল্যায়ন করা। প্রদত্ত বক্তব্য অংশগ্রহণকারীগণ বুঝতে পারছেন কি না তা জানতে মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে ফিডব্যাক নেওয়া। সম্ভব হলে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

এছাড়া, মনে রাখা জরুরি -

- বসার সময় সেশন পরিচালনাকারী ও অংশগ্রহণকারী- সবার জন্য একই আসন ব্যবস্থা রাখা। কেউ চেয়ারে আর কেউ মাটিতে - এমন নয়।
- মুখোমুখি বসে, সকলের দিকে তাকিয়ে কথা বলা। পুরোটা সময় ফ্লিপ চার্ট দেখে দেখে কথা না বলা।
- দাঁড়িয়ে সেশন নেওয়ার সময় মাঝে মধ্যে জায়গা পরিবর্তন করা, একই জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থাকা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া (মৌখিক এবং শারীরিক) বুঝে সেই মত সেশন পরিচালনা করা, তাদের কোনোরূপ মন্তব্য উপেক্ষা না করা ।
- সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে সমান গুরুত্ব দেয়া, কারো সাথে বিদ্রুপ না করা।
- কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানা থাকলে এড়িয়ে না যাওয়া, উত্তরটি অন্য কারো সাহায্য নিয়ে কিংবা সময় নিয়ে জেনে পরবর্তীতে প্রশ্নকর্তাকে জানানো।

উঠান বৈঠক - নমুনা সেশন

ক। ভূমিকা- শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়।
খ। আলোচনা- আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে উপস্থাপন করা। উপকরণ ব্যবহার করে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা। প্রশ্ন এবং উত্তর সেশন।
গ। আলোচনার সার-সংক্ষেপ- অধিবেশনে আলোচিত মূলবার্তাগুলো ধারাবাহিকভাবে পুনরায় আলোচনা করা। পরবর্তী করণীয়গুলো আলোচনা করা। নিজের এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে কীভাবে এবং কোথায় যোগাযোগ করবে তা জানানো। অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিদায়ী শুভেচ্ছা বিনিময়। প্রয়োজনীয় নোট গ্রহণ।
ঘ। অধিবেশন শেষে- নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করা। সম্ভব হলে উঠান বৈঠকের ছবি তোলা। আলোচনার বিষয়, প্রয়োজনীয়তা, প্রাসঙ্গিকতা, সমস্যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারকে অবহিত করা।

তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি)উপকরণ

তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) উপকরণসমূহ সঠিক এবং স্পষ্ট বার্তা প্রদানের সহায়ক। উপকরণ ব্যবহার বার্তা প্রদানকারীকে বার্তা মনে রাখতে ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জোর দিতে সহয়তা করে। এটি অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা শনাক্ত করতে এবং সেই অনুযায়ী বার্তা প্রদান করতে সাহায্য করে।

তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) উপকরণ অংশগ্রহণকারী ও বার্তা প্রদানকারীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কাজ করে যা অংশগ্রহণকারীর মনোযোগ আকর্ষণ ও আগ্রহ ত্বরান্বিত করে। সংক্ষেপে, তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) উপকরণ যে-কোনো একঘেয়ে সেশনকে আনন্দদায়ক এবং কার্যকর করতে পারে। যেকোনো ধরনের উপকরণ ব্যবহারের পূর্বে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর (যেমন: নারী, পুরুষ, কিশোর, কিশোরী) চাহিদা অনুযায়ী উপস্থাপন করা।

উঠান বৈঠক আয়োজনে সাধারণত প্রিন্ট উপকরণ (ফ্লিপচার্ট, লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার, গাইডবই) ব্যবহার করা হয়। তবে সম্ভব হলে অডিও ও ভিডিও উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত
সুখী পরিবার কল সেন্টার (নম্বর: ১৬৭৬৭) সম্পর্কে অবহিত করা।

উঠান বৈঠক কার্যক্রম লিপিবদ্ধকরণ

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনের সাথে-

- এম আই এস (MIS) ফর্ম-১ এ পরিবার কল্যাণ সহকারী
- এম আই এস (MIS) ফর্ম-২ এ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক

উঠান বৈঠকের তথ্য ও প্রতিবেদন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে প্রদান করবেন।

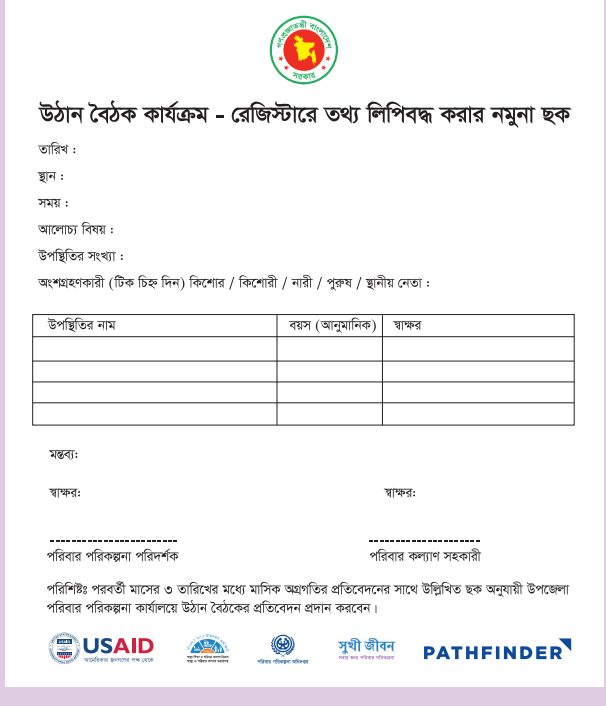

উঠান বৈঠক কার্যক্রম - রেজিস্টারে তথ্য লিপিবদ্ধ করার নমুনা ছক

তারিখ :

স্থান :

সময় :

আলোচ্য বিষয় :

উপস্থিতির সংখ্যা :

অংশগ্রহণকারী (টিক চিহ্ন দিন) কিশোর / কিশোরী / নারী / পুরুষ / স্থানীয় নেতা :

উপস্থিতির নাম	বয়স (আনুমানিক)	স্বাক্ষর

মন্তব্য:

স্বাক্ষর: স্বাক্ষর:

পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক

পরিবার কল্যাণ সহকারী

পরিশিষ্টঃ পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনের সাথে উল্লিখিত ছক অনুযায়ী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে উঠান বৈঠকের প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

USAID PATHFINDER সুখী জীবন

সেবা কেন্দ্রের তথ্য

মাঠ-পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবাকর্মী

- পরিবার কল্যাণ সহকারী
- পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা
- উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার
- পরিবার পরিকল্পনা স্বেচ্ছাসেবী
- বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাপ্রদানকারী

মাঠ-পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা কেন্দ্রসমূহ

- স্যাটেলাইট ক্লিনিক
- কমিউনিটি ক্লিনিক
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং এনজিও ক্লিনিক

প্রয়োজনে কল করুন সুখী পরিবার কল সেন্টার নম্বরে **১৬৭৬৭**

উঠান বৈঠক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেওয়ার এক কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে অনেকদিন ধরেই। সিলেটের জালালাবাদ উপজেলার বাসিন্দা, চন্দনা বালা, তেমনই একজন। চার সন্তানের মা হওয়ার পর, নিজের ও পরিবারের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায়, তিনি স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কার্যকর উঠান বৈঠকের সাহায্যে চন্দনা বালার মত দেশের সবার কাছে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দিতে এই নির্দেশিকাটি ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও ইউএসএআইডি সুখী জীবন প্রকল্পের একটি যৌথ উদ্যোগ।

প্রয়োজনে কল করুন
সুখী পরিবার
কল সেন্টার নম্বরে
১৬৭৬৭

এই প্রকাশনাটি সম্ভব হয়েছে আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি), বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায়। এখানে প্রকাশিত মতামতের দায় পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল এর; এর সাথে ইউএসএআইডি বা আমেরিকার সরকারের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

সুখী জীবন
সবার জন্য পরিবার পরিকল্পনা

PATHFINDER